ইবিতে রাতভর বিক্ষোভ, প্রক্টর অবরুদ্ধ ভিসির বাসভবন ভাংচুর

ছাত্রী হলে সন্ত্রাসী হামলার জের

ইবি সংবাদদাতা ॥ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলে পর পর দুই রাত চুরি ও সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় ছাত্রীরা বুধবার গভীর রাত পর্যন্ত বৃষ্টি উপেক্ষা করে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। বিক্ষুব্ধ ছাত্রীরা হলের প্রভোস্টের পদত্যাগের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করণসহ বিভিন্ন দাবিতে বৃহস্পতিবার ভোরে ভিসির বাসভবন ভাংচুর করে। তাঁকে অবরুদ্ধ করে রাখে। এদিকে পুলিশ আন্দোলনরত ছাত্রীদের গুলি করার হুমকি দিয়েছে।

জানা গেছে, বুধবার রাত সাড়ে ১১টায় বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের ১০৯, ২০১, ২১০, ২১৩ ও ২১২ নং কক্ষে সন্ত্রাসীরা হামলার চেষ্টা চালায়। সন্ত্রাসীরা এ সময় জানালার কাছে গিয়ে ছাত্রীদের ভয় দেখায়। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা জানালার গ্লাসে লাঠি দিয়ে আঘাত করে এবং ছাত্রীদের আহত করতে উদ্যত হয়। এ সময় ভয়ে ২১০ নং কক্ষের মৌসুমী, ২০১ নং কক্ষের সাবিনা এবং ২১৩ নং কক্ষের হীরা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সমগ্র হলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রীরা তাৎক্ষণিকভাবে ফোন করে হল প্রভোস্ট, প্রক্টর, হাউস টিউটরস কাউকে না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বিক্ষুব্ধ ছাত্রীরা রাত সাড়ে ১২টায় বৃষ্টির মধ্যে মিছিল বের করে। এ সময় প্রক্টর ড. আশীনুর রহমান ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে ছাত্রীরা তাঁকে অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে নিরাপত্তার আশ্বাস দিলে ছাত্রীরা তাঁকে ছেড়ে দেয়। এদিকে রাত ২টার দিকে হলে আবার এক সন্ত্রাসী খবর ছড়িয়ে পড়লে ছাত্রীরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। হলের করিডোরে সারারাত জেগে ছাত্রীরা বিক্ষোভ সমাবেশ করে। ভোর সাড়ে পাঁচটায় হলের আড়াইশ' বিক্ষুব্ধ ছাত্রী বৃষ্টি উপেক্ষা করে লাঠিসোটা, কুড়াল, হাতুড়ি, শাবল নিয়ে ভিসির বাসভবনে যায় এবং ভাংচুর করে। এ সময় পুলিশ ছাত্রীদেরকে গুলি করার হুমকি দিলে ছাত্রীরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পরে সকাল ৭টায় দিকে ছাত্রীরা প্রক্টর ড. আশীনুর রহমানের বাসা অবরোধ করে। ছাত্রীরা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষক ছাত্রীদের নিষেধ করতে গেলে বিক্ষুব্ধ ছাত্রীরা ওই শিক্ষকের বাসায় ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে। এতে তাঁর বৃদ্ধ মায়ের ডান পায়ে আঘাত লাগে। সকাল ৮টার সময় প্রক্টর ছাত্রীদের সকল দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাস দিলে তারা সাময়িকভাবে শান্ত হয়। এদিকে গুলি করার হুমকি প্রদানকারী পুলিশ সদস্য সোহেল ছাত্রীদের কাছে ক্ষমা চাওয়ায় ছাত্রীরা বিজয় ধ্বনি দিয়ে ওঠে। পরে সকাল ৯টার দিকে প্রক্টর ও ছাত্রীদের মধ্যে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ছাত্রীদের দাবি অনুযায়ী জানালায় লোহার নেট, সার্বক্ষণিক পুলিশের উপস্থিতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার, প্রভোস্টের পদত্যাগসহ সকল দাবি তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়নের আশ্বাস দিলে ছাত্রীরা শান্ত হয়।

ছাত্রীরা দীর্ঘদিন ধরে হল সুপার, পর্যাপ্ত হাউস টিউটর নিয়োগ, হল প্রভোস্টসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ক্যাম্পাসে অবস্থানের দাবি জানিয়ে আসছে।

ইবি : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বিক্ষোভ —জনকণ্ঠ

দৈনিক জনকণ্ঠ
SEP 22 2006